যুগান্তর

105

তারিখ ... ... [illegible]
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ ......

গভীর রাতে এসএম হলে ছাত্রলীগের এক গ্রুপের সশস্ত্র অভিযান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসএম হল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অনুসারী গ্রুপকে তাদের বিরোধী গ্রুপ হল থেকে বের করে দিয়েছে। শনিবার গভীর রাতে ধাওয়া এবং মারধরের ঘটনায় ৬ ছাত্র আহত হয়। ঘটনার সময় ২ রাউন্ড গুলি ও ২টি হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। জানা গেছে, শনিবার রাত আড়াইটার দিকে বর্তমান নেতৃত্ব বিরোধীদের ২৫/৩০ জনের একটি গ্রুপ লাঠি, কাটা রাইফেল এবং পিস্তলসহ সভাপতি রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক ডলার ও তাদের অনুসারীদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেয়ে ১৪/১৫ জনের গ্রুপ কর্মী পালিয়ে যায়। পালাতে গিয়ে রেজা, মাহফুজ এবং পাভেল আহত হয়। ধাওয়াকারীদের হামলায় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মনির, বাংলা বিভাগের ছাত্র সেলিম এবং নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রাজু আহত হয়। মাহফুজ এবং মনিরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাছ বিক্রিসহ হলে বিভিন্ন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে জড়িত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে সাধারণ সম্পাদক ডলারকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেও সে হলেই অবস্থান করছিল। ধাওয়াকারীরা পরে হলের ১৪০, ১৪২, ১৫৮ এবং ১৬২ নম্বর কক্ষে ভাংচুর চালায়। ঘটনাটিকে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনায় রূপ দিতে পরে তারা ২৭ এবং ১৩৯ নম্বর কক্ষ ভাংচুর করে। গালিব, ঈমন, রুবেল, মারুফ প্রমুখ হামলাকারী গ্রুপকে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে হল সূত্র জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলে ভাংচুর করা কক্ষ - যুগান্তর

এই গ্রুপকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ নেতৃদ্বয় মদদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগ করে হল শাখার সভাপতি রেজা জানালেন 'বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় চাঁদাবাজির লক্ষ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।' তিনি ভিসির কাছে দেয়া এক স্মারকলিপিতে তাকে অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এসএম হল শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ওই হলে বাগেরহাট গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করতেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গ্রুপ তৈরি হয়। গত ৬ মাস ধরে দু'গ্রুপের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসএম হলের কক্ষ ভাংচুর এবং মারামারির ঘটনা তদন্তে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী তার বিরুদ্ধের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'যেকোন ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'